POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফল কাম হও।

' (সূরা আল মায়েদা: ৩৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 26

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

1 জুলাই, 2021 ● 20 যুল কাআদা 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১৩৫১) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহদের যুদ্ধের দিন রাত্রিকালে আমার পিতা আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: আমার এটাই মনে হচ্ছে যেন আমিও নবী (সা.)-এর সেই সকল সঙ্গীদের সঙ্গে মারা যাব যারা প্রথমে শহীদ হবে। আর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তা ছাড়া আমি নিজের পর তুমি ছাড়া এমন অন্য কাউকে রেখে যাচ্ছি না যে কিনা আমার কাছে তোমার চায়তে বেশি প্রিয়। আমার উপর যে ঋণ রয়েছে সেগুলি পরিশোধ করে দিও আর নিজ ভগ্নীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আমি সকালে উঠে দেখি আমার পিতা-ই সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছেন আর আমি তাঁকে কবরে দফন করি। তাঁর সঙ্গে আরও একজন ছিল। এরপর আমি অপর ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কবরে থাকা আমি মোটেই পছন্দ করছিলাম না। এই কারণে আমি ছয় মাস পর তাঁকে (কবর থেকে) বের করে দেখি যে তিনি তেমনটিই আছেন যেমনটি আমি তাঁকে দফন করার দিন রেখেছিলাম, শুধুমাত্র তাঁর কানে সামান্য পরিবর্তন হয়েছিল।

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদনী ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) বলেন: হযরত জাবের (রা.) এর কর্ম ব্যক্তিগত পর্যায়ের। অর্থাৎ এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই কারণে এর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কতিপয় ফিকাহবিদ দফন করার পর কবর থেকে মরদেহ বের করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) এই ফতোয়ার সমর্থন করেন নি। (সহী বুখারী, ২য় খন্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৮ শে মে ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

নাসিবাইনের শাসক হযরত মসীহকে তার দেশে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যখন মসীহ তাঁর নিজেরই অকৃতজ্ঞ জাতির হাতে কষ্ট ভোগ করছিলেন। এই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মসীহ (আ.) নিশ্চয় নাসিবাইন এসেছিলেন এবং এই পথ ধরেই তিনি ভারতে চলে আসেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ক্রুশে যীশুর মৃত্যু ঘটে নি।

এই একটি মাত্র মতবাদ দ্বারা খৃষ্টবাদের মূল স্তম্ভও ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কেননা ক্রুশের উপর যখন হযরত ঈসা (আ.)এর মৃত্যুই হয় নি আর তিন দিন পর তিনি জীবিত হয়ে আকাশেও যান নি, তবে তো তাঁর ঈশ্বরত্ব এবং প্রায়ঃশ্চিত্ত সংক্রান্ত মতবাদের ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে গেল আর হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আরোহণ করেছেন এবং শেষযুগে তিনি সশরীরে অবতরণ করবেন- মুসলমানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসেরও মূলোৎপাটন হল, যে বিশ্বাস মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ঘোর অবমাননা করে, কেননা অতীতের কোন নবী বা নতুন কেউই নবী হয়ে আসতে পারে না, যার নবুয়্যতের উপর আঁ হযরত (সা.)-এর মোহর থাকবে না। এছাড়াও এর দ্বারা কুরআন শরীফের প্রকৃত ও পবিত্র শিক্ষার সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। কেননা কুরআন শরীফে মসীহ (আ.) এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে- فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে) যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

মৃত্যুর বিষয়ে জোর দেওয়ার কারণ

এই কারণেই আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে বেশি জোর দিচ্ছি, কেননা এই মৃত্যুর সঙ্গে খৃষ্টধর্মেরও মৃত্যু অবধারিত। এই উদ্দেশ্যেই আমি 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' (ভারতে যীশু) লিখতে শুরু করেছি। পুস্তকটির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর চাহিদা পূর্ণ করার মানসে আমি নিজের জামাতের কয়েকজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযানে পাঠানো সমীচীন মনে করেছি, যাদের কাজ হবে সেই এলাকায় গিয়ে ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করা, যেখানে সেগুলি থাকার বিষয়ে অনুমান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখেই আমি এই সমাবেশের আয়োজন করেছি, যাতে সেই সব বন্ধুদের বিদায় জানানোর পূর্বে আমরা সকলে মিলে তাদের জন্য এই দোয়া করি, যেন তাদের এই আশিসময় যাত্রা নিরাপদ ও কল্যাণকর হয় আর তারা সফল হয়ে ফিরে আসে।

ক্রুশের ঘটনার পর যীশুর নাসিবাঈনদের দিকে যাত্রা

এই প্রস্তাবিত সফর না করা হলেও খোদা তা'লা নিজ কৃপাগুণে এর সপক্ষে এমন অজস্র সাক্ষ্য-প্রমাণ দান করেছেন যে আমার বিশ্বাস, সেগুলিকে বিরুদ্ধবাদীদের কলম ও জিহ্বা খণ্ডন করতে পারবে না। কিন্তু একজন মোমেন নিরন্তর উন্নতির আকাঙ্খা করে, আর যতবেশি সম্ভব সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ঈপ্সিত থাকে; সে কখনই তৃপ্ত হয় না। তাই আমারও ইচ্ছে, এ বিষয়ে যত বেশি দলিল-প্রমাণ একত্রিত করা যায়, ততই মঙ্গল। এই উদ্দেশ্যেই আমি আমার বন্ধুদেরকে নাসিবাইন অভিযানের জন্য মনঃস্থির করেছি। আমরা জানতে পেরেছি যে সেখানকার শাসক হযরত মসীহকে তার দেশে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (মসীহ যখন তাঁর নিজেরই অকৃতজ্ঞ জাতির হাতে কষ্ট ভোগ করছিলেন) আর ক্রুশ থেকে প্রাণরক্ষা পেয়ে সে দেশে গিয়ে তিনি হতভাগ্য জাতির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। নাসিবাইনের শাসক একথাও লিখেছিলেন যে,'আপনি যদি আমার কাছে এসে থাকেন, তবে আমি আপনার সেবা করে ধন্য হব। আমি অসুস্থ, আমার জন্য দোয়াও করবেন।' যদিও আমি একথা একটি ইংরেজি পুস্তক থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু আমি 'রওজাতুস সাফা' নামক ইসলাম সম্পর্কিত একটি ইতিহাস গ্রন্থেও একই ধরণের বক্তব্য পেয়েছি। এই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মসীহ (আ.) নিশ্চয় নাসিবাইন এসেছিলেন এবং এই পথ ধরেই তিনি ভারতে চলে আসেন। আল্লাহ্‌ই সব কিছু জানেন, কিন্তু আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে এই অভিযানে সত্য উদ্ঘাটিত হবে এবং প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ। এই অভিযানে মসীহ (আ.)- এর সেই সফরের কতিপয় বিষয়ের উপর আলোকপাতকারী এমন কিছু পাণ্ডুলিপি ও লেখনী উদ্ধার হওয়া কিম্বা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারো সমাধির সন্ধান পাওয়া এবং এই ধরণের আরও কিছু রহস্য উন্মোচিত হওয়া সম্ভব, যা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে। এই জন্য আমি আমার জামাতের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিকে এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছি। তাদের জন্য আমি একটি আরবি নিবন্ধ রচনা করতে চাই যা তবলীগের কাজে আসবে আর যেখান দিয়ে তারা যাবে সেখানে তা বিতরণ করতে থাকবে। এই অভিযানের আরও একটি উপকার হবে, এর দ্বারা আমাদের জামাতের প্রচারও হবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ জুন, ২০১৪ (অবশিষ্ট রিপোর্ট)

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম হুযুর আপনাকে এবং আপাজানকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি, এই জন্য যে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে পৌত্র দান করেছেন। হুযুর বলেন, জাযাকুমুল্লাহ॥ আয়না দেখার যে দোয়া আছে তাতে বলা হয়েছে, আমাদের সুন্দর চেহারার পাশাপাশি চরিত্রকেও সুন্দর বানিয়ে দাও। আমার প্রশ্ন হল যাদেরকে নিজেদের চেহারা সুন্দর মনে হয় না, তারা কি করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি সৃষ্টি করেছেন তার জন্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এর থেকে তো খারাপ সৃষ্টি করেন নি। একবার বাজারে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল, যার চেহারায় কোনও সৌন্দর্য ছিল না। লোকেরা তাকে ভাল মনে করছিল না, আর সেও বুঝতে পারছিল যে তার চেহারায় কোন সৌন্দর্য নেই। আঁ হযরত (সা.) পিছন থেকে গিয়ে তার গলায় হাত জড়িয়ে ধরে তার চোখ দুটি হাত চেপে ধরেন। সে তার শরীর ঘষতে শুরু করলে আঁ হযরত (সা.) বললেন, এ আমার বিশেষ জন, একে কে কিনবে? তখন সে বলল এমন কুৎসিত ও অকর্মাকে কে কিনতে পারে? কে পছন্দ করবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি তোমাকে ভীষণ পছন্দ করি।' তাই যদি কারো চেহারা এমন হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমনটাই বানিয়ে থাকেন, এ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে এর থেকেও ভয়ঙ্কর চেহারা হতে পারত। আল্লাহ্ তা'লা যা দিয়েছেন সেটিই উত্তম। এরজন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে আল্লাহ্ আরও দান করবেন।

প্রশ্ন নামাযে আনন্দ কিভাবে আসবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমাদেরকে নামাযের অর্থ জানতে হবে। অভিনিবেশ সহকারে নামায পড়। আরবী শব্দগুলি অভিনিবেশ সহকারে দেখ। রুকুতে যাওয়ার পর নিজের ভাষায় দোয়া কর। প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন বিশেষ বস্তু থাকে যার জন্য সে অন্তরে বেদনা অনুভব করে। সেটি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং সেটিকে হৃদয়ে নিয়ে এস। ছাত্ররা নিজেদের পাশ করা নিয়ে চিন্তিত থাকে। তাই পরীক্ষায় পাস করার জন্য আল্লাহ্র সামনে নতজানু হয়। এর মধ্যে সে নামাযে আনন্দানুভূতি লাভ করে। এরপর মানুষ ক্রন্দন করে, আর্তনাদ করে- এর মাঝে সে তৃপ্তি পায়। ক্রমেই তা অভ্যাসেও পরিণত হতে থাকে। পরে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যেভাবে ভালবাসা তৈরীর করার চিন্তা বাড়ে, ঠিক তেমনি সেই ভালবাসা লাভের জন্য মানুষ চেষ্টা করে, ক্রন্দন ও আর্তনাদ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা নামাযে আর কিছু না হলেও অন্তত কাঁদার ভান কর, জোর করে হলেও। কেননা কাঁদার ভান করতে করতে অনেক সময় সত্যি সত্যি কান্না চলে আসে। এইভাবে মানুষ এতে উন্নতি করে। দোয়া কর, যে দোয়ায় বেদনা থাকে, অভিনিবেশ থাকে, তাতে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে। দোয়া একান্তভাবেই আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। দোয়া আন্তরিক হলে তাতে আনন্দ ও তৃপ্তিও থাকে।

প্রশ্ন: অনেকে আছে যারা ওয়াকফে নও নয়, কিন্তু তাদের ভীষণ ইচ্ছে হয় ওয়াকফে নও হওয়ার। তাদের জন্য কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন:তাদের পিতামাতার তাদেরকে ওয়াকফ করা উচিত ছিল। যারা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য হলা সন্তানরা যেন ধর্মের সেবা করতে পারে। তারা ওয়াকফ করেছে যাতে সন্তানরা বড় হয়ে জ্ঞানার্জন করে ধর্মের সেবা করে-কেউ ডাক্তার হয়ে সেবা করতে পারে, কেউ শিক্ষক হিসেবে সেবা করতে পারে, কেউ ভাষা শেখানোর মাধ্যমে। এখন নিজেকে ওয়াকফ করে ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও সে ওয়াকফ হবে। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও একথা লিখে রাখেন নি যে যারা ওয়াকফে নও-এ আছে কেবল তাদের ওয়াকফই গ্রহণ করবেন। পৃথিবীতে অনেকে আছেন যারা ধর্মের সেবা করছেন, তারা তো ওয়াকফ নও নন। আমাদের যুগে ওয়াকফে নও-এর কোনও স্কীম ছিল না, কিন্তু আমরাও তো ওয়াকফ ছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমরা ওয়াকফে নও-এর উপাধি গ্রহণ কর আর নিয়মিত নামায না পড়, কুরআন শরীফ না পড়, ধর্ম সেবার প্রেরণা না থাকে আর নিজেকে ওয়াকফে নও হওয়ার দাবি কর তবে তা কোন উপকারে আসবে না। এটি তোমাদের কোনও ওয়াকফই নয়। আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অপর দিকে অন্য একটি মেয়ে আছে যে ওয়াকফে নও নয়, কিন্ত সে নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, ধর্মের জ্ঞানও অর্জন করে, ধর্ম সেবাও করে- এমন মেয়ে ওয়াকফে নও -এর থেকে উত্তম।

প্রশ্ন: সন্তানকে জন্মের পূর্বে কেন ওয়াকফ করা হয়, পরে কেন করতে পারি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জন্মের পর ওয়াকফ করতে কে বাধা দিয়েছে? কেউ তো বাধা দেয় নি। ওয়াকফে নও স্কীমটির প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহর রাবে (রহ.)। উদ্দেশ্য ছিল মা-বাবা জন্মের পূর্বে হযরত মরিয়মের মায়ের আদর্শ অনুসরণে এবং তাঁর দোয়ার মাধ্যমে যেন নিজেদের সন্তানকে ওয়াকফ করে আর জন্মের সময় এই দোয়া করতে থাকে যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যে সন্তান দান করবেন সে যেন ধর্মের সেবক হয় আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিরন্তর এই দোয়া করতে থাকে। আর তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষাও যেমন এমনভাবে হয় যে সে ধর্মের সেবার যোগ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া জন্মের পরও যদি মা-বাবা যথাযথ লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার পর সন্তানকে ওয়াকফ করে, সেটাও সম্ভব। অনেক ওয়াকফে জিন্দেগী যারা ওয়াকফে নও নয়, কিন্তু জামেয়াতে পড়ছে আর অনেকে জামাতের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে সেবা দান করছে।

প্রশ্ন: আমার এক বন্ধু বলেছিল, আমরা নাকি 'আল্লাহ্' কিম্বা 'আলাইসাল্লাহু' খোদিত আংটি এই দুটি আঙুলে পররে পারি না। কারণ, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শত্রুরা নাকি এই দুটি আঙুলে আংটি পরত। আমার প্রশ্ন হল আমরা কোন আঙুলে আংটি পরব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে আঙুলে ঠিক মত হয় সে আঙুলেই পর। এতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। অনেককে আমি আংটি দিই, তাদের মধ্যে যাদের আঙুল বড় তাদেরকে বলি এখানেই পর যে আঙুলে তোমার সঠিক হয়। এটি অহেতুক গল্প তৈরী করে রেখেছে। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের সময় এই আঙুলটি তোলা হয়। এই আঙুলের এত গুরুত্ব যে আল্লাহকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে তোমরা যখন এই আঙুলটি তোল, তখন আল্লাহ্র নাম এখানে রাখতে পার না? অদ্ভুত বিষয় তো!

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার কাল আমাদের মসজিদ দারুল আমান-এর উদ্বোধন করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, ইমাম সাহেব যদি পুরুষদের অংশে নামায পড়ান, আর মহিলাদের দিকের শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই পরিস্থিতিতে কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের নিজের নামায পড়ে নিও। তোমাদের মসজিদে মহিলাদের অংশটি একটি পর্দার মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে। তাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও আওয়াজ তো আসবে।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েরা কি পুলিসে যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পুলিসে আমাদের ওয়াকফে নও-এর প্রয়োজন নেই। আহমদীরা এমন অপরাধ করেই না, যার জন্য পুলিসে যাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে। তুমি পুলিসে গেলে সেখানে পুলিসের জন্য পৃথক প্রশিক্ষন কলেজ তো নেই। তোমাকে পুরুষদের সঙ্গেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে, তাদের পোশাকই পরতে হবে। তাদের উর্দি পরতে হবে, তোমার হিজাবও থাকবে না, লজ্জাশীলতাও থাকবে না। তাই কেবল ওয়াকফে নও-এর প্রশ্ন নয়, কোন আহমদী মেয়েরই পুলিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার তাঁর বক্তব্যগুলি নিজে লেখেন না কি কাউকে দিয়ে লেখান?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি নিজের বক্তব্য নিজেই লিখি, নিজেই প্রস্তুত করি, আর এ সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। আমি তো শেষ মুহূর্তে বক্তব্য লিখে নিয়ে যাই কিম্বা কেবল নোটস তৈরী করে নিয়ে যাই। আর বক্তব্য দেওয়ার সময়ও সেটি নিবন্ধের রূপ পায়। আর আমার নোটগুলি আমি ছাড়া কেউ পড়তেও পারবে না। অন্য কোন ব্যক্তি আমাকে বক্তব্য লিখে দিতেই পারে না, তবে কিছু বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি বের করে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে দিয়ে দিই, তিনি আমাকে বই থেকে প্রিন্ট বের করে দেন। অনেক সময় প্রিন্টও নিই না, বইয়ের উদ্ধৃতিও আমি নিজের হাতে লিখে নিই।

প্রশ্ন: অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে যে আমরা সীরাতুন্নাবী জলসা কেন উদযাপন করি না যেভাবে আমরা মসীহ মওউদ দিবস এবং মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপন করে

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

এখন খিলাফতের ধারা সেভাবে চলমান থাকবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করেছেন।

কুদরতে সানিয়া তথা দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে জামাতে আহমদীয়া মুসলেমার উপর বিগত ১১৩ বছরে আল্লাহ্ তা'লা পক্ষ থেকে বর্ষিত কৃপারাজির কিছু বর্ণনা।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য তখন হবে এবং আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা তখন লাভ হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শুধুমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে।

যারা এ খিলাফতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও আনুগত্যকারী হবে তারা-ই প্রকৃত অর্থে খিলাফ তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী, খিলাফতের সুরক্ষাকারী আর খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হয়। যুগ খলীফার দোয়া তাদের সাথে থাকে। তাদের কষ্ট যুগ খলীফাকে তাদের জন্য দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়।

এটি হলো সেই প্রকৃত খিলাফত, যাতে জামা'ত এবং খলীফার সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটিই সেই খিলাফত যা দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার কারণ হয়।

সকল আহমদীর প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ধন্য করেছেন, সেখানে নিজেদের আত্মপর্যালোচনায়ও অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আমরা পালন করছি কিনা?

পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত এবং খলীফার একটি নির্দেশকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়- এটিকেই বয়আত বলা হয়।

সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই খলীফা জামা'তরূপী জাহাজকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে এবং জামা'তকে বিপদমুক্ত রেখেছে।

খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি নতুন মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন যা কোভিড মহামারির কারণে সামনে এসেছে। অনলাইন সাক্ষাত কিংবা ভার্চুয়াল সাক্ষাতের মাধ্যমে মিটিং হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাৎও হচ্ছে, যার ফলে জামা'তের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামা'তের সদস্যরা সরাসরি যুগ-খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিচ্ছে। আমি এখানে লন্ডন থেকে কখনো আফ্রিকার কোন দেশের সাথে, কখনো ইন্দোনেশিয়ার সাথে, কখনো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার সবই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের কখনো এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের যে দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং খিলাফতরূপী যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বদা একারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই নিয়ামতের কল্যাণ থেকে লাভবান হতে পারি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৮ মে, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৮ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ (النور:56-57)

(সূরা নূর: ৫৬-৫৭)এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের সেই ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (আর) আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (এই) রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়। (সূরা নূর: ৫৬-৫৭)

গতকাল ছিল ২৭ মে, যাকে আমরা 'খিলাফত দিবস' নামে স্মরণ রাখি। খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে জামা'তে জলসাও অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জামা'তের ইতিহাস এবং খিলাফতের প্রেক্ষাপটে আমরা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকি আর খিলাফতের বয়আত করার পর সেসব দায়িত্ব পালন করি, যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকি। এটি আমাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ যে, আমরা এ যুগে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনেছি, যাঁকে তিনি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষামালা অবহিত করার জন্য আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর (আমরা) খলীফার হাতে বয়আত করেছি যাতে সেই

শিক্ষার বাস্তবায়ন নিজেদের জীবনে ঘটাতে পারি– যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন আর এরপর তা বিশ্বময় প্রচার করি। অতএব, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করে। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করি তবেই আমরা সেই অনুগ্রহের যথাযথ মর্যাদা দিতে সক্ষম হব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন।

এই যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দানের, ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে এই প্রতিশ্রুতি পূরণের শর্ত হলো, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হও, সৎকর্মশীল হও, ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হও আর আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের মাঝে যেন কোন প্রকার শির্ক না থাকে। আর এসব কিছু অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ও নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের যে রীতি বাতলে দিয়েছেন সে অনুসারে নামায আদায়কারী হও। আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করাও একান্ত আবশ্যক; আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারী হও। এছাড়া রসূলের আনুগত্য করাও অপরিহার্য , তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনকারী হও।

কাজেই, এসব বিষয় যদি আমরা স্মরণ রাখি এবং নিজেদের জীবনকে এর আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, এর ওপর সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারব যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন আর তখনই আমরা খিলাফতরূপী নেয়ামত হতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব। অতএব এ আয়াতটি মু'মিনদের জন্য অনেক বড় একটি সুসংবাদ (বহনকারী আয়াত), কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকও জুগিয়েছে। কেননা যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো যদি পরিপূর্ণরূপে পালন না করা হয় তাহলে এই পুরস্কার হতে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারব না। যদি নামায, যাকাত ও আল্লাহ্র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করতে পারব না যেমনটি কিনা (আয়াতে) বলা হয়েছে। অতএব কেবল নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং 'খিলাফত দিবস' পালন করা যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সত্যিকার বান্দা হয়ে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদের নামাযের হিফাযতকারী হব, বান্দার অধিকার এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হব; ততক্ষণ পর্যন্ত খিলাফত দিবস পালন করা কোন উপকার সাধন করতে পারে না।

অতএব আমাদের ঈমানের অবস্থা কেমন এ বিষয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আমাদের মাঝে কি আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি আছে? আমরা কি তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোতে বিচরণ করি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? আমারা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী? আর একই সাথে নিজেদের কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কর্ম কি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাসম্মত? আমাদের আমল লোকদেখানো নয় তো? আমাদের নামায মানুষকে দেখানোর নামায নয় তো? আমাদের সম্পদ ব্যয় করা বা যাকাত দেয়া কোন লোকদেখানো বিষয় নয় তো? আমাদের রোযা কোথাও লোকদেখানো রোযা নয় তো? আমাদের হজ্জ কেবল হাজী বলার জন্য নয় তো? আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য তখন হবে এবং আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা তখন লাভ হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শুধুমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। তখনই সেই সমাজ খিলাফতের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম যথাযথভাবে আল্লাহ্র ও বান্দার অধিকারপ্রদ হবে। অতএব কেবল বুলিসর্বস্ব হওয়া নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এ থেকে কেবল সেসব ঈমানদার ব্যক্তি কল্যাণমণ্ডিত হবে যারা সৎকর্মশীল হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তা'লা ঈমানের সাথে সৎকর্ম বা 'আমলে সালেহ্' যুক্ত করেছেন। বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকাই হলো আমলে সালেহ্ বা পুণ্যকর্ম। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সর্বদা চোর হানা দেয়– তা কী? সেটি কোন্ চোর? সেগুলো হলো লৌকিকতা, অর্থাৎ মানুষ যখন একটি কাজ লোকদেখানোর জন্য করে; আত্মশ্লাঘা,অর্থাৎ কোন একটি কাজ করে বা কোন পুণ্য করেই মনে মনে উল্লসিত হয় যে, আমি অনেক নেক কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মন্দকর্ম রয়েছে যেগুলো মানুষ অনেক সময় বুঝতেও পারে না, আরো বিভিন্ন পাপ রয়েছে যা তার হাতে সাধিত হয়। এর ফলে মানুষের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম হলো তা যাতে সীমালঙ্ঘন, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের ধারণাও থাকে না। শুধু এটি নয় যে, (এসব) অপকর্ম করে নি, বরং তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের মনে যেন সেগুলো করার ধারণাও দানা না বাঁধে। তখনই তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে এবং সৎকর্মপরায়ণ বলে আখ্যায়িত হবে। তিনি (আ.) বলেন, সৎকর্ম দ্বারা যেভাবে পরকালে রক্ষা পাওয়া যায় একইভাবে এ জগতেও রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, পুরো বাড়িতে যদি এক ব্যক্তিও সৎকর্মপরায়ণ থাকে তাহলে পুরো বাড়ি রক্ষা পায়। জেনে রেখ! তোমাদের মাঝে যতদিন আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম না হবে, শুধু বিশ্বাস স্থাপন কাজে আসবে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৫)

অতএব ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "সৎকর্ম আমাদের নিজেদের প্রস্তাবনা বা মনগড়া কর্মের নাম নয়। এমন নয় যে, আমরা কোন কাজকে সৎকর্ম আখ্যা দেব আর তা সৎকর্ম হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম হলো সেগুলো যাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা ফাসাদ থাকবে না। কেননা 'সালেহ্' শব্দটি ফাসাদ-এর বিপরীত। যেভাবে খাদ্য তখন তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর হয় যখন তা কাঁচাও হয় না আবার পোড়া-ও না, আর কোন তুচ্ছ শ্রেণির বস্তু হয় না, বরং এমন হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে দেহাংশ হয়ে যায়। দেহের অংশে পরিণত হলে সেই খাদ্য হবে তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর; যাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা ত্রুটি থাকবে না। অনুরূপভাবে যা আবশ্যক তা হলো সৎকর্মেও যেন কোন প্রকার ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকে। অর্থাৎ তা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সম্মত হয়, আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী যেন কাজ করা হয়; অধিকন্তু তা যেন মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ তিনি (সা.) যা করেছেন এবং আমাদের করে দেখিয়েছেন– সে অনুযায়ী যেন হয়। এছাড়া তাতে যেন কোন প্রকার আলস্য না থাকে। অর্থাৎ সেই আমল করার ক্ষেত্রে কোন অলসতা যেন না থাকে, আত্মশ্লাঘা যেন না থাকে, লোকদেখানো ভাব যেন না থাকে। তা মনগড়াও যেন না হয়। কর্ম যখন এমন হবে তখন তা সৎকর্ম আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ সৎকর্মের মনগড়া সংজ্ঞা উদ্ভাবন করবে না, নিজে ব্যাখ্যা আরম্ভ করো না। ইচ্ছামতো এ কথা যেন বলা না হয় যে, এর উদ্দেশ্য এটি আর সেটি। বরং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে সেটি হবে সৎকর্ম। এটি হলো 'কিবরিয়াতে আহমর' ।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪২৫-৪২৬)

অর্থাৎ অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি এই অবস্থা অর্জিত হয়ে যায় তাহলে ধরে নিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি থেকে কল্যাণ লাভকারী হতে পেরেছ। এরাই সেসব লোক যারা আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার পালনকারী; তারা নয় যারা নিজেদের স্বার্থের প্রশ্ন আসলে ইচ্ছা মতো সৎকর্মের ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করে দেয়, 'মারুফ ফয়সালা'-র নিজেরা তফসীর করা আরম্ভ করে দেয়। তাদের আমিত্ব তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। এমন লোকদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ঘোষণা কোন উপকারে আসে না, যতই তারা বলুক না কেন যে, আমরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যারা এ খিলাফতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও আনুগত্যকারী হবে তারা-ই প্রকৃত অর্থে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী, খিলাফতের সুরক্ষাকারী আর খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হয়। যুগ খলীফার দোয়া তাদের সাথে থাকে। তাদের কষ্ট যুগ খলীফাকে তাদের জন্য দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়। এই সৎকর্ম সম্পাদনকারীরা-ই হলো তারা যাদের খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আর খিলাফতের তাদের সাথে সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

অতএব এটি হলো সেই প্রকৃত খিলাফত, যাতে জামা'ত এবং খলীফার সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

এটিই সেই খিলাফত যা দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার কারণ হয়। সেসব সাধারণ সদস্য এবং যুগ খলীফার মাঝে এটিই সেই সম্পর্ক যা উভয়কে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি লাভকারী বানায়। অন্যান্য মুসলমানরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু জাগতিক কৌশল দ্বারা, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাদের এসব কৌশল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের কোন কাজে আসতে পারে না আর এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও নয়, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন। এখন খিলাফত সেভাবেই চলমান থাকবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। অতএব এজন্য আমাদের মাঝে যেখানে কৃতজ্ঞতার চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে আমাদের বিনত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, সেখানে আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভীতি হৃদয়ে লালন করে নিজেদের কর্মের প্রতি স্থায়ী দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, আমাদের আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের মান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত মান অনুযায়ী কিনা।

অতএব সকল আহমদীর প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ধন্য করেছেন, সেখানে নিজেদের আত্মপর্যালোচনায়ও অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আমরা পালন করছি কিনা? আর যখন এই চিন্তা চেতনার সাথে আমরা জীবন অতিবাহিত করব এবং সে অনুযায়ী কাজ করব এবং খিলাফত যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে উদ্দেশ্যে দোয়াও করতে থাকব– তখন আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজিরও উত্তরাধিকারী হতে থাকব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে একথাই বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে আশ্বস্তও করেছেন যে, খিলাফত-ব্যবস্থা চলমান থাকবে; আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই পূর্ণ হবে– যদি আমরা সেসব শর্ত পূরণ করি। যেমন আল-ওসীয়্যত পুস্তিকায় তিনি খিলাফত-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, এটি খোদা তা'লার রীতি আর পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি সর্বদা এই রীতি প্রদর্শন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন, যেমনটি তিনি বলেছেন- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ খোদা তা'লা একথা লিখে রেখেছেন যে, তিনি ও তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন। আর বিজয়ের অর্থ হলো, খোদার 'হুজ্জত' (অর্থাৎ খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ও রসূলদের সত্যতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) পৃথিবীতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া এবং কারো খোদার মোকাবিলা করতে না পারা-যেমনটি নবী ও রসূলদের বাসনা হয়ে থাকে। এভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাদের (অর্থাৎ নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করে দেন। যে সাধুতা তারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করতে চান, তার বীজ তাদের হাতেই বপন করান। কিন্তু সেটির চূড়ান্ত পূর্ণতা তাদের হাতে ঘটান না, বরং এমন সময়ে তাদের মৃত্যু দিয়ে, যা বাহ্যত একপ্রকার ব্যর্থতার গ্লানিতে কলুষিত থাকে; বিরুদ্ধবাদীদের হাসিঠাট্টা, উপহাস ও বিদ্রুপের সুযোগ দেন। আর তারা যখন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নেয়, তখন তিনি নিজ কুদরত বা শক্তিমত্তার অপর রূপ প্রকাশ করেন এবং এমন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন যেগুলোর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

আমরা দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রয়াণ একদিকে যেমন প্রত্যেক আহমদীকে প্রকম্পিত করেছিল, অন্যদিকে অ-আহমদীরাও আনন্দ উল্লাস করেছে। তাঁর (আ.) মৃত্যুতে এমন সব অপলাপ করা হয়েছে যা শুনলে মনুষ্যত্ব লজ্জিত হয়। এমন সব অসঙ্গত কথাবার্তা বলা হয়েছে যে, মানুষ আশ্চর্য হয়, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের নাম নেয় তারা এতটা নীচেও নামতে পারে! এসব বাজে কথাবার্তা তো আমার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদের অন্যান্য কিছু অপচেষ্টার উল্লেখ আমি করছি যে, কীভাবে তারা তাঁর (আ.) তিরোধানের পর জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে; কীভাবে তারা জামা'তের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার বিষয়ে এবং আহমদীদের আহমদীয়াত থেকে তওবা করার বিষয়ে মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছে। যেমন, পীর জামাত আলী শাহ-এর মুরীদরা বলে যে, মির্যায়ীরা তওবা করে বয়আত করছে।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আহমদীয়াত হতে তওবা করে (মানুষ) তাদের দলভুক্ত হচ্ছে। খাজা হাসান নিজামী সাহেব আহমদীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এখন আহমদীদের উচিত মির্যা সাহেবের মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবিকে স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ করা, নতুবা আশঙ্কা রয়েছে যে, মির্যা সাহেবের মতো বুদ্ধিমান ও সুসংগঠক ব্যক্তির অবর্তমানে আহমদীয়া জামা'ত বিরুদ্ধবাদীদের তৈরী বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে পারবে না এবং তাদের মধ্যে চরম মতবিরোধ দেখা দিবে।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৬)

কূটনৈতিক ভাষায়, উপযাচক সেজে অত্যন্ত কোমল ভাষায় তিনি এই পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যক্তি বাহ্যত ভদ্র মানুষ ছিলেন; তিনি অত্যন্ত সরল সেজে সহানুভূতি দেখিয়ে আহমদীদেরকে পরামর্শ দেন যে, মির্যা সাহেব তো এখন প্রয়াত, এখন কেউ তোমাদের আগলে রাখতে পারবে না; তাই আহমদীয়াত ছাড় এবং এসো, আমাদের দলে যুক্ত হও। কিন্তু তিনি জানতেন না, তার চোখ সেসব প্রতিশ্রুতির মহিমা দেখার যোগ্যতা রাখত না যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছিলেন- "আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়জনদের সাথে আছি।"

(আল হাকাম, ১১তম খণ্ড, পৃ: ৪, ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯০৭)

এটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) ইলহাম করে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার তিরোধানের পর তার খিলাফতের ধারা শুরু হবে, আর যে অঙ্গীকার ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে– তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তিনি (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতও প্রত্যক্ষ করে থাকে। এখানে নবীর উদাহরণ দিয়ে সেই সকল দুর্বল প্রকৃতির আহমদীদেরকেও উত্তর দেওয়া হয়েছে যারা অনেক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী বলতে ইতস্তত করে। এখানে তার উত্তরও চলে এসেছে, তিনি (আ.) স্বয়ং বলে দিয়েছেন যে, আমার জামা'ত নবীর জামা'ত আর আমি নবী। তিনি (আ.) বলেন, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতকেও দেখে থাকে আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সৎকর্ম করবে তারাও তা দেখবে।

সুতরাং তিনি (আ.) কুদরতে সানিয়া অব্যাহত থাকা সম্পর্কে বলেন,খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (তথা শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমত স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর শক্তির অপর বিকাশ এরূপ সময়ে করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মনে করে যে, এখন (নবীর) কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে আর তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং অনেক দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে তারা খোদাতা'লার সেই নিদর্শন দেখতে পায় যেমনটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে একটি অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; আর বহু মরুবাসী নির্বোধ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীরাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দণ্ডায়মান করে পুনরায় নিজ শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর ইসলামকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا (সূরা নূর:

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

৫৬) অর্থাৎ, ভয়-ভীতির অবস্থার পর পুনরায় আমরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিব- পূর্ণ করেন।

(আল ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, অতএব হে প্রিয়গণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখাতে পারেন; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত হয়ো না, আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব, তখন খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে; যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেন, আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। সুতরাং তোমাদের ক্ষেত্রে আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়াও আবশ্যক, যেন এরপর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমাদের খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তবুও সেই সমস্ত বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকা অবশ্যম্ভাবী, যার সম্বন্ধে খোদা তা'লা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়া তথা ঐশী শক্তির দ্বিতীয় বিকাশের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।"

(আল ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫-৩০৬)

অতএব আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তদনুযায়ী বিগত ১১৩ বছর যাবৎ আল্লাহ্ তা'লার কৃপাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। সেসব লোক, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর বলতো যে, এদের মাথা কেটে গেছে, এখন এদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, (তারা বলতো,) এখন এ (জামা'তকে) কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না- এ বিষয়ে আমি পূর্বেই কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) সম্পর্কে খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকা লিখেছিল যে, এখন মির্যায়ীদের কাছে আর কী-ই বা অবশিষ্ট আছে! এখন তো তাদের মাথা কাটা গেছে। যে ব্যক্তি তাদের ইমাম নির্বাচিত হয়েছে, তার দ্বারা আর কিছুই হবে না। তবে হ্যাঁ, সে মসজিদে তোমাদেরকে কুরআন শুনাবে। অথচ ঐ সকল অন্ধজ্ঞানের অধিকারী লোকদের জানা নেই যে, এ মহান কাজ করার জন্যই তো হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ বংশধরদের মাঝ থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত হওয়ার দোয়া করেছিলেন আর এই হলো সেই মহান শরীয়ত, যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন আর এটিই সেই পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ঐশী কিতাব- যা পঠন-পাঠনকারী ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়ে থাকে। এটি তো সেই কিতাব যার শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর এই হলো সেই কাজ যে কাজের উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাহোক, তাদের এ কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কাছে আমার দোয়া থাকবে, এমনই যেন হয়; আমি যেন তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে পারি।

(বদর, কাদিয়ান, ৭ই জানুয়ারী, ১৯০৯, ৮ম খণ্ড, সংখ্যা-১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) এ কাজ করেছেন এবং অতি উত্তমভাবে করেছেন, কিন্তু জামা'তে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা সৃষ্টি হবে আর জামাতের ঐক্য হারিয়ে যাবে মর্মে শত্রুদের যে ধারণা ছিল- তা দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) মুনাফিক এবং আঞ্জুমানের কতক হর্তাকর্তার নৈরাজ্যকে এত দৃঢ়ভাবে পদদলিত করেছেন যে, কারো কোন ধরণের অনিষ্ট সৃষ্টি করার দুঃসাহস হয়নি। তিনি (রা.) তাঁর খিলাফতে সমাসীন হবার পর প্রথম বক্তৃতায় বলেন, তোমাদের প্রবণতা যেমনই হোক না কেন, এখন তোমাদেরকে অবশ্যই আমার আদেশ পালন করতে হবে। "

(বদর, কাদিয়ান, ২ জুন, ১৯০৮, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা-২২)

এরপর একদিন তিনি মসজিদে মুবারকে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা নিজেদের কর্মদ্বারা আমাকে এতটাই দুঃখ দিয়েছ যে, আমি মসজিদের ঐ অংশেও দাঁড়াই নি যে অংশ তোমাদের নির্মিত, বরং আমি আমার মির্যার মসজিদে দাঁড়িয়েছি। অর্থাৎ মসজিদের সে অংশ যেটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগে বানানো হয়েছিল, তিনি সেখানেই দাঁড়ান, সেই অংশে দাঁড়ান নি যে অংশ পরবর্তীতে জামা'তের চাঁদায় সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি তো সেখানেও দাঁড়াই নি, আমি তো মসজিদের সেই মূল অংশে দাঁড়িয়েছি যেটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে নির্মিত হয়েছিল অথবা তাঁর প্রারম্ভিক যুগে ছিল, পরবর্তীতে সম্প্রসারিত অংশ নয়। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো, জামা'ত এবং আঞ্জুমান উভয়ই খলীফার আজ্ঞাবহ এবং সেবক, অর্থাৎ আঞ্জুমান ও জামা'ত- উভয়ই সেবক। আঞ্জুমান হলো উপদেষ্টা। হ্যাঁ, উপদেষ্টা হিসেবে আঞ্জুমানের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় আর পরামর্শ গ্রহণ করাও আবশ্যকীয় বিষয়। একইসাথে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি লিখেছে যে, খলীফার কাজ কেবল বয়আত নেওয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হলো আঞ্জুমান, সে যেন তওবা করে। খোদা আমাকে অবগত করেছেন যে, যদি এ জামা'তের মাঝ থেকে কেউ তোমাকে পরিত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে যায় তবে আমি এর পরিবর্তে তোমাকে এক জামা'ত উপহার দিব। তিনি (রা.) আরো বলেন, বলা হয় খলীফার কাজ কেবল নামায পড়ানো অথবা বিয়ে পড়ানো বা বয়আত নেওয়া। এ কাজ তো এক মোল্লাও করতে পারে- এর জন্য কোন খলীফার প্রয়োজন নেই! আর আমি এমন বয়আতের ওপর থুতুও ফেলি না, এমন বয়আত নেওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত এবং খলীফার একটি নির্দেশকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়- এটিকেই বয়আত বলা হয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬২)

অতএব এই বক্তৃতা যেখানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছে সেখানে বিরুদ্ধবাদীদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তিকে তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল মনে করত, তিনি যখন খোদার সাহায্যে কথা বলেন এমন মহিমার সাথে বলেন যে, সব ফেনার ন্যায় উবে যায়। যারা অহংকার করছিল- তারা নিজেদের মুখ লুকাতে আরম্ভ করল। জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নব-উদ্যমে বয়াতের অঙ্গীকার করল এবং জগদ্বাসী দেখেছে যে, জামা'ত কত অসাধারণভাবে উন্নতির পানে ধাবমান হয়।

এরপর ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)ইন্তেকাল করেন তখন জামা'তের মাঝে আরেকবার ভূমিকম্পতুল্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণ, যারা আঞ্জুমানকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্বীকার করাতে বদ্ধপরিকর ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর কারণে নীরব ছিল, তারা পুনরায় মাথা চাড়া দেয়। অনুরূপভাবে মুনাফেকরাও মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের হাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফতের সুরক্ষা করে। আঞ্জুমানের কর্ম কর্তাদের আশঙ্কা ছিল, পাছে জামা'তের সদস্যগণ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে, এ কারণে তারা অনেক অপপ্রয়াস চালায়, যেন (কেউ) খলীফা নির্বাচিত না হয়। কোনভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যেন এই বিষয়টি টলে যায়। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, খলীফা অবশ্যই হতে হবে তবে এর সাথে এটিও আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমার খলীফা হওয়ার কোন আগ্রহ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা বানাও, আমি ও আমার পুরো বংশ স্বচ্ছ হৃদয়ে তার বয়আত করব। কিন্তু সেসব লোক, যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান

মনে করত এবং ভয়ও করত যে, সিদ্ধান্ত তার পক্ষেই হবে, যারা নিছক ক্ষমতালোভী ছিল, তারা এ কথা মেনে নেয়নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) যখন বলেন, তোমরা নির্বাচন কর, আমি যেকোন ব্যক্তির হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু খলীফা যে কোন মুল্যে হওয়া উচিত; তখন তারা কথা মানে নি। যাহোক, অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওসীয়্যত অনুযায়ী মু'মিনদের জামা'ত মসজিদে নূরে সমবেত হয়, যাদের সংখ্যা কম-বেশি প্রায় দুই হাজারের মতো হবে। সবাই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে নিজেদের খলীফা নির্বাচিত করে আর মানুষজন একে অপরের মাথা টপকে বয়আতের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখেছে যে, মনে হচ্ছিল যেন ফিরিশতারা মানুষকে ধরে ধরে আল্লাহ্ তা'লার এই বয়আতের নির্বাচনে নিয়ে আসছিল।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩০-৩৩১)

পরিশেষে এসব দেখে আঞ্জুমানের কিছু বড় বড় হর্তাকর্তা আঞ্জুমানের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে সেখান থেকে গা ঢাকা দেয়, কিন্তু জগদ্বাসী দেখেছে যে, কীভাবে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জামাত'কে দৃঢ়তা দান করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাহান্ন বছরের খিলাফতকাল এর সাক্ষী যে, যে যুবকের হাতে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কত দ্রুততার সাথে তিনি জামাত'কে নিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকেন। যারা আঞ্জুমানের ধন-ভাণ্ডার শূন্য রেখে চলে গিয়েছিল, তারা এ দাবি করত যে, কাদিয়ানে এখন খ্রিষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আজ তাদের বংশধরেরা দেখছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে তা খ্রিষ্টানদেরকে মুহাম্মদী মসীহ্র পতাকাতলে সমবেত দেখাচ্ছে; আমরা তো তা-ই দেখতে পাচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)পৃথিবীর অসংখ্য দেশে মিশন খুলেছেন। আফ্রিকায় আহমদী মুবাল্লেগদের সামনে খ্রিষ্টান মুবাল্লেগদের দাঁড়ানোর সাহস পর্যন্ত হতো না। পরিশেষে তারা মানতে বাধ্য হয়েছে যে, খ্রিষ্ট-ধর্মের প্রসারে আহমদীয়াত একটি বড় বাধা আর এগুলো তাদের রিপোর্টেও উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা আমরা দেখি যে, কাদিয়ানের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র হোক বা তবলীগের ময়দান হোক, কিংবা হিজরতের সময় হোক সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই খলীফা জামা'তরূপী জাহাজকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে এবং জামা'তকে বিপদমুক্ত রেখেছে।

অবশেষে ঐশী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যখন এ ধরাধাম থেকে বিদায় নেন তখন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় কুদরতের তৃতীয় বিকাশ অর্থাৎ তৃতীয় খলীফাকে দাঁড় করান। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের হাতে জামা'তের সদস্যদের সমবেত করেন আর পুনরায় জামা'ত উন্নতির সোপান বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আফ্রিকাতে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আফ্রিকাতে আহমদীয়াতের পরিচিতির এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়। সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফ্রিকার কতিপয় দেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের প্রথম সফর হয় যার অসাধারণ ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার দেশসমূহে কোন খলীফার এটিই প্রথম সফর ছিল যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার আহমদীদের বিরুদ্ধে এক কঠিন দমনপীড়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে অ-মুসলিম হওয়ার আইন পাশ করে। সেই সময় খেলাফতরূপী ঢালের আড়ালে থেকে এই ভয়ানক আক্রমণ থেকেও জামা'ত সফলভাবে বেরিয়ে আসে এবং জামা'তের উন্নতি প্রতিহত করার শত্রুদের অপচেষ্টা বিফল ও ব্যর্থ হয়। শত্রুরা যেখানে জামা'তের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলত, তাদের এই বাসনা মাটিতে মিশে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক প্রাচুর্যের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করেন। জামা'তের সদস্যদের যেখানে অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল বা যাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্তা'লা আর্থিক প্রাচুর্যও দিয়েছেন এবং বহির্বিশ্বে বের হওয়ার পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব, জার্মানী বা অন্যান্য স্থানে, যারা ১৯৭৪ সনের পর বহির্বিশ্বে এসেছেন এবং যারা আর্থিক প্রাচুর্যও পেয়েছেন, তাদের এসব কথা নিজেদের সন্তানসন্ততিকেও বলা উচিত যে, কীভাবে শত্রুরা অপচেষ্টা করেছিল আর এরপর খিলাফতের ছত্রছায়ায় কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন আর পূর্বের তুলনায় সহস্র সহস্রগুণ অধিক আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন!

এরপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসও আমাদেরছেড়ে চলে যান তখন আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর মাধ্যমে জামা'তের ভয়কে নিরাপত্তায় বদলে দেন। শত্রুরা তখন জামা'তের উন্নতি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা নব উদ্যমে আক্রমণের নীলনকশা প্রস্তুত করে এবং আহমদীয়া খিলাফতকে অকেজো অঙ্গ বানিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করে। শত্রুরা নিজেদের ধারণা অনুসারে জামা'তের শিরোচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মহা পরিকল্পনা কী তা এই অজ্ঞ ও নির্বোধেরা জানে না। অলৌকিক সাহায্য সমর্থনের সাথে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরত সম্পন্ন করান আর শত্রুরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হিজরতের পর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নব অধ্যায় সূচিত হয়; স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার বাণী, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী আহমদীদের ঘরে ঘরে এমনকি অ-আহমদীদের ঘরে ঘরে এবং দেশে দেশে পৌঁছা আরম্ভ হয়ে যায়; আর এভাবে তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। অনেক দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়, সেই সাথে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর ঐশী নিয়তি অনুযায়ী ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করেন। এটিও জামা'তের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল আর শত্রুরা ধারণা করেছিল, আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আবারো জামা'তকে আগলে রাখেন এবং এমনভাবে আগলে রাখেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরাও বলতে বাধ্য হয়েছে যে, যদিও আমরা তোমাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কর্মগত সাক্ষ্য তোমাদের সপক্ষে রয়েছে। খোদা তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য আমাদের সপক্ষে রয়েছে- একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা মানতে প্রস্তুত নয়। মু'মিনদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পঞ্চম খিলাফতকাল আরম্ভ হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতে রাশেদা চার খলীফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর তা ছিল মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে পঞ্চম খিলাফত কালের যে সূচনা হয় তাও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে বহু নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, এই পঞ্চম খিলাফতকালও তারই একটি অংশ। শত্রুরা মনে করত, এখন জামা'তের নেতৃত্ব ততটা দৃঢ় হাতে নেই,কিন্তু তারা জানেনা যে, প্রকৃত হাত তো খোদা তা'লার হাত হয়ে থাকে,আর এই হাত যার সমর্থনে এবং যার সাথে থাকে তাকে তিনি সবল বানিয়ে দেন। বর্তমানে শত্রুদের হিংসুক দৃষ্টি পূর্বের চেয়ে বেশি জামা'তের উন্নতি অবলোকন করছে। এই খিলাফতকালে জামা'তের পরিচিতি এবং গোটা জগতে এর বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় পন্থায় হয়েছে। প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অসাধারণভাবে ঘটেছে। আমি নিতান্ত দুর্বল একজন মানুষ এবং আমার কোন যোগ্যতার কারণে এই উন্নতি হচ্ছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারকদের সামনে সংসদে জামা'ত যে পরিচিতি লাভ করছে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতির সুবাদে হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার দৃষ্টান্ত অবলোকন করছি। কুরআনের প্রচার ও প্রসার এবং

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের কাজ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এম.টি.এ.-র মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাচ্ছে। প্রথমে একটি ভাষায় ছিল এবং চ্যানেলও একটি ছিল। বর্তমানে এম.টি.এ.-র ৮টি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল সারা বিশ্বে কাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এম.টি.এ.-র স্টুডিও বানানো হয়েছে যেখান থেকে এম.টি.এ.-র অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। এখন কেবলএকটি স্থানে নয়, বরং বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আমরা যদি আমাদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা করি তবে এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও ইসলামের প্রকৃত বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছাচ্ছে। একদিকে যেখানে পাকিস্তান সরকার জামা'তের ওপর বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি নতুন মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন যা কোভিড মহামারির কারণে সামনে এসেছে। অনলাইন সাক্ষাত কিংবা ভার্চুয়াল সাক্ষাতের মাধ্যমে মিটিং হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাৎও হচ্ছে, যার ফলে জামা'তের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামা'তের সদস্যরা সরাসরি যুগ-খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিচ্ছে। আমি এখানে লন্ডন থেকে কখনো আফ্রিকার কোন দেশের সাথে, কখনো ইন্দোনেশিয়ার সাথে, কখনো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার সবই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। অতএব আমাদের কখনো এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের যে দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং খিলাফতরূপী যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বদা একারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই নিয়ামতের কল্যাণ থেকে লাভবান হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু আমরা যদি এ থেকে কল্যাণ লাভ করতে চাই তবে নিজেদের ভূমিকাও আমাদেরকে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে অবনত হতে হবে। খিলাফতরূপী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রকাশ পাওয়া জরুরী। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষাকল্পে যে কোন কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরদেরকে খিলাফতের অনুগত বানানোর দায়িত্ব পালন করতে পারব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যারা ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে সর্ব প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। যেমন তিনি (আ.) বলেন,খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা ভূমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, এ বীজ (সংখ্যায়) বৃদ্ধি পাবে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং এক মহামহিরুহে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তবর্তীকালীন বিপদাবলীকে ভয় করেনা। কেননা বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মাঝে কে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভালো ছিল। কিন্তু সেসব ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের ওপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, জাতি সমূহ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে ও জগৎ তাদের প্রতি চরম ঘৃণামূলক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দ্বার সমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। খোদা তা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে, অর্থাৎ এমন ঈমান এনেছে যাতে পার্থিবতার কোন সংমিশ্রণ নেই আর সেই ঈমান কপটতা ও ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয়ভাজন। খোদাতা'লা বলেন,তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।"

(আল ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০,পৃ: ৩০৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, ঐশী বাণী আমাকে সম্বোধন করে বলেছে, নানান দৈব দুর্বিপাক দেখা দিবে আর বহু বিপদাপদ ভূপৃষ্ঠে প্রকাশ পাবে। কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন-কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে।"

(আল ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০,পৃ: ৩০৩-৩০৪)

সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এসব উন্নতি হবে। আল্লাহ্তা'লা সর্বদা আমাদেরকে অবিচল রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের পূর্ণ উন্নতির দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকনের সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার সৌভাগ্য দিন যেন আল্ল াহ্তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমাদের ইবাদত, আমাদের নামায ও আমাদের কর্মসমূহ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তু ষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। আমরা যেন খিলাফতের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং নিজ বংশধরদেরকেও এ বিষয়ে অবগত করতে পারি, যেন কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণ এ নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে।

আজও আমি দোয়ার কথা বলতে চাই, পাকিস্তানের আহমদীদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখুন, নির্যাতিত আহমদীরা যেখানকারই হোক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন। নির্যাতিত মুসলমানদেরকে, তারা ফিলিস্তিন বা যে স্থানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবার সমস্যা দূর করুন এবং সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। সব আহমদী যেন প্রকৃত রূপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা পালন করতে পারে এবং সত্যিকার আহমদী হতে পারে। সেসব মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এখনো চিনতে পারেনি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁকে চেনার ও তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য দান করুন। সমগ্র পৃথিবীতে আমরা যেন যথাশীঘ্র ইসলামের পতাকা এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পতাকা উড্ডীন হতে দেখি এবং পৃথিবীর সর্বত্র তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। (আমীন)

****

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"একটি মেয়ে যখন নিজের পিতামাতার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি আসে তখন যদি তার সাথে সদ্ব্যবহার করা না হয় আর শ্বশুরালয় যদি যৌথ পরিবার হয় তাহলে এ ঘরে তার অবস্থা তেমনিই হয় যা এক কারাবন্দির হয়ে থাকে; আর বন্দিও এমন, যার খবরই কেউ রাখে না। মেয়ে নিজে পিতামাতাকে বলে না আর পিতামাতও ঘর ভাঙার ভয়ে জিজ্ঞেস করে না। অতএব মেয়ে যদি এভাবে ধুকে ধুকে মরতে থাকে তবে এটি মহা অন্যায় কাজ।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ শে জুলায়, ২০০৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

থাকি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সীরাতুন্নাবীন জলসা আমরা উদযাপন করি না এমন কথা কে বলেছে? আমরা মীলাদুন্নাবী জলসার আয়োজন সেই দিনটিতে করি না যা অ-আহমদীরা আরম্ভ করেছে। সীরাতুন্নবী জলসা তো আহমদীরাই প্রথম আরম্ভ করেছিল। এর আগে তা কোনদিন হত না। হিন্দু ও খৃষ্টানরা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করতে শুরু করল, সেই সময় সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এগিয়ে এসে তাদের উত্তর দেন এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর যগে জলসার প্রচলন শুরু হয়। কাদিয়ানে অনেকবার এমনও হয়েছে যে এই জলসার সময় অনেকবার মিছিলও বের হয়েছে। মিছিল এর অর্থ দরুদ পাঠ করতে করতে দলে দলে মানুষ অলিগলিতে হেঁটে চলত। তাই আমরা এই জলসা উদযাপন করি আর আমরাই এর সূচনা করেছি। অন্যরা বছরে কেবল একদিন মীলাদুন্নাবী জলসা করে থাকে, সেখানে তারা কয়েকজন ভাষণ দেয় মাত্র, কাজের কিছু করে না। আমরা বছর ব্যাপী সীরাতুন্নাবী জলসা উদযাপন করে থাকি। জার্মানীতে সর্বত্র উদযাপিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ সমূহের উত্তর আমরাই সব থেকে বেশি দিয়ে থাকি। ডেনমার্কে যে কার্টুন বিতর্ক হল তার উত্তর কি কোন মুসলমান প্রেসিডেন্ট, বাদশাহ বা তাদের উলেমারা দিয়েছিল? আমিই তার উত্তর দিয়েছিলাম। আর সর্বপ্রথম আমি উত্তর দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। নিরবিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জুমার খুতবায় আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম। এর পরেও কয়েকবার আপত্তি উঠেছিল, তখনও আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম। আমার পূর্বের খলীফাগণও এভাবে উত্তর দিয়ে এসেছেন। আমার যতগুলি খুতবা ছিল, নাইজেরিয়ার সংবাদমাধ্যম সেগুলির অনুবাদ করে সেখানে প্রকাশ করেছে, আর তারা লিখেছে যে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী এবং এভাবে এই অভিযোগ খণ্ডণে এমন সুন্দর উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের সকলের শেখা উচিত। তাই লোকেরা তো আমাদের কাছে শিখতে চায়। আর তুমি বলছ, আমরা নাকি (সীরাতুন্নাবী জলসা) উদযাপন করি না। আমরা বছরে একাধিক বার উদযাপন করি, শুধু একবার নয়। আমরা তো বলছি, বার বার উদযাপন কর, আমাদের প্রিয় প্রভুকে গুণে গুণে স্মরণ করো না, নিরন্তরভাবে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাও।

প্রশ্ন: একটা পাকা বয়স থাকে যখন থেকে রোযা রাখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই বয়স কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমরা যেহেতু এখন ছাত্র জীবনে আছ আর এখন তোমাদের বেড়ে ওঠার বয়স তাই এখন রোযা রেখো না। কিন্তু দুই-একটি করে রোযা রাখা অভ্যাস করা উচিত আর যখন সতেরো কিম্বা আঠারো বছর বয়সে উপনীত হও, তখন রোযা রাখা উচিত। কিন্তু সেই সময়ও যদি পরীক্ষা থাকে, আর সে কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, দীর্ঘ রোযা রাখতে না পার, তবে রোযা পরে পূর্ণ করো। তবে রোযা রাখার ক্ষেত্রে অজুহাত দেখানো উচিত নয়। আঠারো বছর পরিণত বয়স, এই বয়সে রোযা রাখা উচিত। আর এর আগে রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

প্রশ্ন: মেয়েদের জন্য কোনও জামেয়া নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের আর্থিক সঙ্গতি যখন সেই পর্যায়ে পৌঁছবে তখন মেয়েদের জন্যও খুলব। আগে ছেলেদেরটা পুরো হতে দাও। মেয়েদের জন্যও রয়েছে। যেমন- রাবোয়াতে আয়েশা একাডেমি, যেখানে মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করে, কুরআন হিফয-ও করে। কানাডার জামাত আয়েশা একাডেমি খুলেছে। সেখানেও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, বর্তমানের তাদের প্রথম ব্যাচ পাস হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার কোর্স তারা দুই বছরের রেখেছে। কুরআন করীম হিফযের ক্লাস, যেখানে কুরআন মুখস্ত করানো হয়। তাই জার্মানী জামাতের আর্থিক সংগতি তৈরী হলে তারাও খুলতে পারবে।

প্রশ্ন: এবছর আমি ভারতে গিয়েছিলাম। আমি জানতে চাই যে, বায়তুদ দোয়া গিয়েছিলাম, সেখানে ছবি তোলার অনুমতি নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক সময় লোকে ছবিও তুলেও নেয়। এরপর অনেকে বিদাতে লিপ্ত হয়। এই সব বিদাতের অবসান হওয়া কাম্য। এমনিতেও বায়তুদদোয়ার ছবি আমাদের ক্যালেন্ডার এবং বই-পুস্তকে ছাপানো হয়েছে, যেখানে মানুষ দোয়ারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই এমন কোন বিষয় নয় এটি, নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন: জামাত আহমদীয়ার সঠিক অর্থ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে একই ধরণের প্রশ্ন করছ। যাইহোক, প্রতি দশবছর অন্তর সরকার দেশের জনসংখ্যা গণনা করে। যার মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে জনসংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা ও শিশুর অনুপাত কত। এছাড়া শিক্ষিতের হার, বিভিন্ন ধর্মের অনুপাত ইত্যাদি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একে বলা হয় আদমশুমারি। ১৯০১ সালে ভারতে যখন আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আহমদীরা আদমশুমারীতে নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান বলে উল্লেখ করবে, যাতে অ-আহমদী মুসলমানদের থেকে আমরা পৃথক থাকি। কেননা আহমদ নাম আঁ হযরত (সা.)-এর ও আছে, মহম্মদ ও আহমদ উভয় নামই তাঁর। আর আহমদের জ্যোতির্বিকাশ মসীহ মওউদ এর যুগে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। অর্থাৎ- বিনয় ও ভালবাসা সহকারে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াই মসীহ মওউদ এর কাজ ছিল। আমরা এজন্য আহমদী লিখি যাতে আমরা ইসলামের তবলীগ ভালবাসার মাধ্যমে করে চলি আর অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথকভাবে নজরে আসি। কেননা হাদীসেও বর্ণিত আছে, বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যখন মসীহ্‌র আগমণ ঘটবে, তখন তিনি যুদ্ধকে স্থগিত করবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন।

প্রশ্ন: তুর্কীদের ঈদ আমাদের থেকে একদিন পূর্বে কেন হয়?

তুর্কীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে? আমরা তো চাঁদ দেখে ঈদ উদযাপন করি। তুর্কিদের ঈদ একদিন আগে হয়, কারণ তারা চাঁদ না দেখেই ঈদ করে আর আমরা চাঁদ দেখে ঈদ করি। যেহেতু চাঁদ তো দেখতেই পায় না আর হিসেব অনুসারে যেদিন আমরা ঈদ করি, তার আগে চাঁদ দেখা পাওয়া সম্ভবই নয়। এই কারণে আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখি যে, সেদিন চাঁদ দেখা যেতে পারে বা যদি চাঁদ দেখা যায় তবে আমরা ঈদ করি আর যদি না দেখা যায় তবে সেদিন ঈদ করি যেদিন গণনা অনুসারে চাঁদ দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন: আমার কাছে এক তুর্কি বন্ধু আছে। সে বলছিল, নামাযের জন্য ওযু করার আগে সে নেল পালিশ ব্যবহার করে না, নেল পালিশ মুছে ফেলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ তারা বছরে একবার নামায পড়ে। প্রতিবার এমনটি হতে পারে না- দিনে পাঁচ বার নেল পালিশ লগিয়ে পাঁচ বার তা তুলে ফেলা সম্ভব নয়। ওযু করার উদ্দেশ্য হল হাত, মুখ ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যাওয়া। সারা দেহের পরিচ্ছন্নতা অর্জনই হল ওযুর উদ্দেশ্য। যে নেল পালিশ তোমরা ব্যবহার কর তা তো সীল করে দেয়, নখ এবং নেলপালিশের মাঝে বাতাসও তো পৌঁছয় না। যেহেতু বাতাস যায় না, তাই নেল পালিশের উপরের অংশে যে নোংরা থাকে তা ধুয়ে পরিস্কার হয়ে গেলে নামায বৈধ, নেল পালিশ মুছে ফেলার কোন দরকার নেই।

প্রশ্ন: যেদিন জার্মানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী আহমদী হয়ে যাবে, সেদিনটি আমরা দেখতে পাব না কি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে? সেই দিনটি কবে আসবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সেটা তো আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না।

কিন্তু সেই দিন নিশ্চয় আসবে।ইনশাআল্লাহ। এখন তা নির্ভর করছে তোমরা দোয়া কতটা কর, কতটা চেষ্টা কর, নিজেদের অবস্থাকে কতটা ব্যবহারিকভাবে পরিবর্তন কর, পুণ্যকর্মের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। যদি তোমরা সকলে দোয়া করতে শুরু কর, তবে সেই দিনটি নিশ্চয় আসবে,অচিরেই

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

আসবে।কিন্তু পৃথিবীতে এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বয়আত হয়, আর এজন্য হয় যে আল্লাহ্ তা'লা সংক্ষিপ্ত আকারে তাদেরকে (আধ্যাত্মিক) দৃশ্য দেখাচ্ছেন। এখন এটি তোমাদের দোয়ার উপর নির্ভর করছে। তোমাদের দোয়ার অর্থ সমগ্র জামাতের দোয়া।

প্রশ্ন: হযরত মহম্মদ (সা.) একটি হাদীসে বলেছেন, এক ব্যক্তি আসবে যে নিজেকে বাদশাহ মনে করবে, যার একটি চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হবে আর অপরটি দৃষ্টিহীন হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, এটি তো দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস যা দীর্ঘ হাদীস। এক চোখে দৃষ্টিহীন হবে, এক চোখ স্ফীতাকার হবে। দাজ্জাল সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। যখন দাজ্জাল আসবে, অর্থাৎ যে পরাশক্তিগুলি ধর্মকে গুরুত্ব দেয় না, তাদের ধর্মের চোখটি অর্থাৎ ডানচোখটি অন্ধ। আর বাম চোখ যেটি দ্বারা সে পৃথিবীকে দেখে, তা বোঝার জন্য সূরা কাহাফ পাঠ কর। এর অনুবাদ লেখা আছে, সঙ্গে দেওয়া পাদটিকাও পড়ে নিও, বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হতে পারে কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু এখানে পড়ার জন্য চেষ্টা কর এমন জায়গায় গিয়ে ভর্তি হওয়ার যেখানে স্কার্ফ পরে পড়ার অনুমতি আছে। যদি অনুমতি না থাকে আর জোর করে স্কুল কলেজে স্কার্ফ খুলে ফেলতে হয়,তবে স্কার্ফ খুললে স্কুলের গেটের বাইরে আসতেই স্কার্ফ পরে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছেলে ও মেয়েরা কি একই ধরণের সব প্রশ্ন একত্রিত করেছে? ছেলেদের কে এর উত্তর দিয়েছি, তাদের কাছ থেকে জেনে নিও।

প্রশ্ন: পিতাদের পায়ের নীচে জান্নাত নেই কেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.) কে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেন, 'আমার উপর সব থেকে বেশি অধিকার কার?' আঁ হযরত (সা.) উত্তর দেন, 'তোমার মায়ের'। সেই সাহাবী বলেন, এর পর কার?' তিনি বলেন, ' তোমার মায়ের'। সাহাবী বললেন এরপর কার?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' সেই সাহাবী পুনরায় বললেন এরপর কার? চতুর্থবার তিনি উত্তর দিলেন, ' তোমার পিতার।' কেননা মা সন্তানকে জন্মও দেয়, তার কারণে কষ্ট ও যন্ত্রণাও সহ্য করে এবং তার লালন পালনও করে। পিতা তো বাইরের কাজে নিয়োজিত থাকে। ঘরে থাক মা আর মায়ের সঙ্গে সন্তানের বেশি নিবিড়তা থাকে। তরবীয়তের সময়কালটুকু মায়ের সঙ্গে কাটে। এই কারণে মা যদি সঠিক তরবীয়ত করে তবে বোঝা যায় যে সন্তান জান্নাতে যাবে। আর যদি মা সঠিক তরবীয়ত না করে, তবু সন্তান দোযখে যায় নিজের অপকর্মের পরিণামে।

প্রশ্ন: বাড়িতে যদি কেবল মহিলা ও মেয়েরা থাকে আর তারা বা-জামাত নামায পড়তে চায়, তবে কি কোন মহিলা নামায পড়াতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ, পড়াতে পারে।

প্রশ্ন: আমরা সদকার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করি, তা থেকে আপাতকালীন পরিস্থিতিতে খরচ করা যায় কি?

এমার্জেন্সিতে প্রয়োজন পড়ে, নিয়ে নাও। কিন্তু পরে তা পূর্ণ করো। কারো কাছে চাওয়ার পরিবর্তে তুমি আল্লাহ্ তা'লার কাছেই তার অংশ থেকে চেয়ে নাও। এরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তা পূর্ণ করার চেষ্টা করার।

প্রশ্ন: যখন আমরা ফ্রাঙ্কফোর্ট যাই, সেখানে মৌলবী (রাস্তায়) দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের জার্মান অনুবাদ আমাদেরকে দিতে চায়। নেওয়ার কি অনুমতি আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যামবার্গে আমি জানতে পারি যে সেখানেও মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। তারা আমাদের অনুদিত কুরআন কিনে নেয় আর যে পৃষ্ঠা গুলিতে আমাদের জামাতের নাম লেখা আছে তারা প্রথম দিকের উপরের সেই কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে আর আমাদের অনুবাদকে নিজেদের নামে বিক্রি করছে। তারা তো কোন অনুবাদ জানে না। তুমি আমাদের জামাতের অনুদিত কুরআন কেন কিনছ না? তাদের অনুবাদের থেকে আমাদের অনুবাদ বেশি ভাল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসে যেভাবে কুরআন করীমের ব্যাখ্যা করেছেন, অ-আহমদীরা তার কিছুই জানে না। আমি একাধিক বার খুতবায় একথার উল্লেখ করেছি আর অ-আহমদীদের উদ্ধৃতিও পড়েছি, যারা বলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে তফসীর লিখেছেন সেই মানের তফসীর তারা কখনও পড়েন নি। আর এই অ-আহমদীরা এখানে জার্মানীতে আমাদের জার্মান অনুবাদ নিজেদের নামে বিক্রি করছে।

জামাতে নামায পড়ার সময় ইমামের আগেই যদি কোন সূরা বা দোয়া পড়ে নিই, সেক্ষেত্রে কি নিজের কোন দোয়া করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন জামাত হচ্ছে, তখন ইমামের পিছনে তোমাদের সকলকে চলতে হবে। ইমাম যা বলবে তার অনুসরণ করতে হবে, যা করবে তাই করতে হবে।

প্রশ্ন: আমরা ফ্লাইয়ার বিতরণ করি, লোকেরা অনেকে সেগুলি নীচে ফেলে দেয়। এরপর আমরা সেগুলিকে কুড়িয়ে আনি, কিন্তু সবগুলি তো আর কুড়োতে পারব না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ঠিক আছে, যতটা সম্ভব কুড়িয়ে নিও। বাকি তাদের কাজ তাদের দায়িত্বে। আমরা ফ্লাইয়ার বিতরণ করব, না করলে তবলীগ হবে না। তারা অনেকেই ফেলে দেয়, অনেকে আবার সযত্নে রেখে দেয়,অনেকে ছিঁড়ে ফেলে, কেউ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে, কেউ আবার তোমাদের ফিরিয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে, তাই তোমরা নিজের কাজ করে যাও, তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও।

প্রশ্ন: কিছু অ-আহমদীর বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.)এর পুনরাগমণ ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন তো ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষেরও ওয়েবসাইট আত্মপ্রকাশ করেছে। জার্মান ও ইংলিশ উভয় ভাষাতেই তা রয়েছে। তিনজন পাদ্রী রয়েছেন, যাদের দাবি হযরত ঈসা আসবেন না। হযরত ঈসা (আ.) যখন একথা বলেছিলেন যে তিনি পুনরায় আসবেন, সেই সময় তিনি সুরার নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে কথা বলেছিলেন। এখন তিনি পুনরায় আসবেন না, কেননা যে সব ঐশী গ্রন্থাবলী আছে, সেগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে বা বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা (আ.)-এর যে আগমণ কাল সম্পর্কে জানতে পারি সেই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই তারা জেনে ফেলেছেন যে তিনি আর আসবেন না। তাই এখন এরা নিজেরাই স্বীকার করতে শুরু করেছে, খৃষ্টানরাও বলতে শুরু করেছে যে আর ঈসা আসবেন না। তিনি নেশার ঘোরে একথা বলে ফেলেছিলেন। তারা একথাও বলেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অন্য কাজে লাগিয়েছেন, তিনি তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি পৃথিবীর সংশোধনের জন্য এসেছিলেন, তা তার দ্বারা সম্ভব হয় নি, এখানে তো চুরি, ডাকাতি, দুর্বৃত্তি সব কিছু সমানে চলছে, কোন কিছুর সংশোধন হয় নি, কিন্তু তাঁকে অন্য কোন কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্ন: আমি শুনেছি শহীদ ব্যক্তি নাকি সতেরো জনের নামে শিফায়াত বা সুপারিশ করতে করতে পারে। একথা কতটুকু সত্য আর শিফায়াত বলতে কি বোঝায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, শিফায়াত বলতে বোঝায় সুপারিশ করা। আঁ হযরত (সা.)কে শাফায়াত-এর অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিম্বা আল্লাহ্ তা'লা যাকে বলবেন যে তোমাকে শাফায়াত-এর অধিকার দিচ্ছি (সেও শাফায়াত করতে পারে) । শহীদদের এক বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই মর্যাদা দান করেন যারা ধর্মের কারণে আত্মত্যাগ করে। একবার হযরত মসীহ মওউদ আ.) নওয়াব মহম্মদ আলি সাহেবের অসুস্থ ছেলের জন্য দোয়া করেন। তিনি উত্তর প্রাপ্ত হন যে সে স্বাস্থ্য লাভ করবে না, মৃত্যু তার জন্য অবধারিত। যা শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমি শাফায়াত করছি। শাফায়াতের অর্থ সুপারিশ করা। তখন আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে শাফায়াতের অধিকার কে দিয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই উত্তর শুনে আমি কেঁপে উঠি আর বার বার ইসতেগফার পাঠ করতে থাকি। তখন আল্লাহ্ তা'লা বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

তোমরা আয়াতুল কুরসী পাঠ কর। তোমরা যখন এটি পড়বে, এর অনুবাদ পড়বে, তখন শাফায়াতের অর্থ বুঝতে পারবে। আমি বলছি তোমরা এটি পড়, সমস্ত ওয়াকফাতে নওদের আয়াতুল কুরসী মুখস্ত করে রাতে ঘুমানোর আগে পাঠ করে নিজের উপর ফুৎকার করা উচিত, যাতে তোমাদের মাঝে পুণ্যকর্মের স্পৃহা সঞ্চারিত হয় আর তোমরা আল্লাহ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় পাও।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েদের পাঁচটি নামাযই পড়া উচিত না কি তিন চারটিই যথেষ্ট?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ওয়াকফ-এর ক্ষেত্রেই বা কেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায আবশ্যিক। প্রত্যেকের পড়া উচিত। তিন চারটি! বাকি নামাযের জন্য কি তুমি

অব্যহতি চেয়ে এসেছ? আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে পড়ে দেখিয়েছেন যে কিভাবে নামায পড়তে হয়, কোন কোন সময়ে কত কত রাকাত নামায পড়তে হয়? এই কারণেই তো নামায ফরয বা আবশ্যিক। আরকানে ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভগুলি কি কি? জানা আছে? ওয়াকফে নও মেয়ে হয়েও যদি আরকানে ইসলাম না বলতে পার, তবে ওয়কফা নও হিসেবে তুমি কি প্রশিক্ষন পেয়েছ? যে আরকানে ইসলাম জানে না, সে নামাযই বা কি করে পড়বে? কালেমা তৈয়্যবা, নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ- এই পাঁচটি হল আরকানে ইসলাম। বুঝতে পেরেছ? কালেমা ছাড়া তুমি মুসলমান হতে পার না। নামায ফরয বা আবশ্যিক-পাঁচ বেলা এটি পড়া আবশ্যক। এটিকে বাদ দিয়ে তুমি মুসলমান হতে পার না। এরপরের আবশ্যিক বিষয়টি হল রোযা, বিশেষ পরিস্থিতিতে এতে অব্যহতিও দেওয়া হয়েছে। নামায প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক, এতে কোন অব্যহতি নেই। অন্যান্য আরকানে ইসলামের মধ্যে একটি হল রোযা রাখা, অসুস্থ হলে রোযা রাখতে পারবে না, ভ্রমণরত অবস্থায় রোযা রাখতে পারবে না, অপরিণত বয়সে রোযা রাখতে পারবে না। আবশ্যিক হয়ে গেলে শর্ত পূর্ণ করার পর রোযা রাখ। যাকাত তাদের জন্য আবশ্যিক যারা ধনবান, যাদের কাছে নির্দিষ্ট সীমার উর্দ্ধে সারা বছরের জন্য সম্পদ থাকে বা গৃহপালিত পশু ও সম্পত্তি আছে, তারা যাকাত দেয়, তাদের জন্যই যাকাত ফরয। আর হজ্জ তাদের জন্য ফরয যারা পথের রসদ জোগাড় করতে সক্ষম, তাদের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিস্থিতি বিরাজ করে। কোন মানুষ তার জীবনে সাধারণত একবারই হজ্জ করে। পাঁচটি নামায আবশ্যিক। তুমি হয়তো তোমার বাবা-মাকে তিনটি নামায পড়তে দেখে মনে করে বসেছ যে নামায তিনটি। নামায তিনটি নয়, মোট পাঁচটি নামায দিনে পড়তে হয়। ফজর, যোহর, আসর, মগরিব ও এশা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি দিনে পাঁচটি নামায পড়ে না, সে আহমদী নয়।

প্রশ্ন: ওয়াকফা নও কি উকিল হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ওকালত পড়তে পার, প্রাকটিস করতে পারবে না। প্রাকটিস করার আগে আমার অনুমিত নিতে হবে।

প্রশ্ন: কুরআন করীমে লেখা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাদের সকলকে হযরত আদমের সামনে নতজানু হওয়ার আদেশ দিলেন। সকল ফিরিশতা এই আদেশ শিরোধার্য করল, কিন্তু শয়তান তা অস্বীকার করল কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, শয়তান ফিরিশতা ছিল না, তাই সে মাথা নত করে নি। সেখানে আকাশে কেউ জান্নাতে বসে ছিল না, এই পৃথিবীটিই জান্নাত ছিল। কেবল একজন মাত্র আদম সৃষ্টি হয় নি, এর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে আদিম মানুষ বাস করে, যাদের দাবি তারা নাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার বছরের প্রাচীন মানুষ। এখানে আদমের বয়স তো মাত্র ছয় হাজার বছর। এর অর্থ বহু আদমের সৃষ্টি হয়েছে। এই পৃথিবীতেই মানুষ ছিল, যারা সৎকর্মশীল মানুষ ছিল, নির্দেশমান্যকারী ছিল, যাদের উপর ফিরিশতাদের প্রভাব ছিল। তাদেরকে বলা হল, এর সামনে অবনত হও, যাতে তোমরা পুণ্যকর্ম কর। যারা শয়তানী প্রবৃত্তির ছিল, অমান্যকারী ছিল,তারা বলল, একথা তারা মানবে না। আল্লাহ্ বললেন, বেশ! তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও। শয়তান ফিরিশতা ছিল না। ফিরিশতাদের আদেশ করা হলে তারা অবনত হল। শয়তান ফিরিশতা ছিল না, তাই তারা মাথা নত করে নি।

প্রশ্ন: শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান কেন দেওয়া হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ডান কানে আযান আর বাম কানে তকবীর দেওয়া হয় যাতে পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম যে শব্দটি তার কর্ণগোচর হয় তা যেন আল্লাহ্ তা'লার নাম হয়। কালেমা তৈয়্যবা তার কানে পড়ে যাতে সে একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠত হয় আর সেই রসুলের নাম তার কানে পড়ে যিনি একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় রসুল আর যেন আল্লাহ্র মহত্ব ঘোষিত হয়।

৯ই জুন, ২০১৪

Neaufarn শহরে 'মসজিদ আল মাহদী'-র উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য হুযুর আনোয়ার বায়তুস সুবুহ মসজিদ থেকে রওনা হন। বায়তুস সুবুহ থেকে Neaufarn শহরের দূরত্ব ৩৯০ কিমি। প্রায় সওয়া তিন ঘন্টা দীর্ঘ সফরের পর হুযুর আনোয়ারের গাড়ি মোটর ওয়ে থেকে নেমে শহরের সীমায় প্রবেশ করলে পুলিসের একটি গাড়ি এসকর্ট করে নিয়ে যায় আর শহরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে পুলিসের গাড়ি যান চলাচল বন্ধ করে রেখেছিল যাতে যে পথ দিয়ে হুযুর আনোয়ার অতিক্রম করবেন পাছে সেখানে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়। বায়ার্ন প্রদেশে এই প্রোটোকল কেবল অতি উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হয়ে থাকে।

১:৩৫টায় হুযুর আনোয়ার মসজিদ মাহদীতে পদার্পণ করেন। স্থানীয় জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা হুযুরকে নিজস্ব রীতি অনুযায়ী অভ্যর্থনা জানান, কচিকাচারা আগমণী গীত পরিবেশন করে। সকলে হাত তুলে হুযুরকে স্বাগত জানাচ্ছিল।

৫:২৫ টায় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার তাঁর বিশ্রামকক্ষ থেকে বের হন এবং মসজিদের বাইরের দেওয়ালে নাম ফলক অনাবরণ করেন এবং দোয়া করান। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের প্রাঙ্গনে বাদামের গাছ রোপন করেন, অপরদিকে এলাকার মেয়র মি. ফ্রান্য সাহেবও একটি গাছ লাগান। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদে গিয়ে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ান। এরই সাথে মসজিদ আল মাহদীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।

আজ মসজিদুল মাহদীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মসজিদ সংলগ্ন একটি সভাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বহু জার্মান অতিথি অংশগ্রহণ করেন। হুযুরের আগমণের পূর্বেই অতিথিরা পৌঁছে গিয়েছিলেন আর তারা হুযুরের অপেক্ষায় অধীর হয়ে বসেছিলেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে সামগ্রিকভাবে অতিথিদের সংখ্যা ছিল ২৬৪জন। যাদের মধ্যে ছিলেন জার্মানীর ন্যাশনাল এসেম্বলীর দুইজন সদস্য অনারেবল মিসেস রিটা হ্যাগেল এবং অনারেবল মি. এরিচ ইরিসটফ। বায়ার্ন প্রদেশের এসেম্বলির পাঁচ সদস্য, জাতিসংঘের সাম্মানিক শান্তি দূত প্রফেসর ডক্টর হেইনার বেইলফেড, আঞ্চলিক কমিশনার মি. হেনস গ্রুনওয়াল্ড, বিভিন্ন এলাকার দশজন মেযর সাহেব, ৪৭জন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বারোটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উকিল, শিক্ষক এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা।

এছাড়াও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাতজন প্রতিনিধি, সাংবাদিকও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জার্মানীর এই প্রদেশে বায়ার্ন -এর সব থেকে বড় টিভি বি.আর-এর পুরো টিম এখানে উপস্থিত ছিল। এর পূর্বে মসজিদ আল মাহদীতে মসজিদেও এসেছিল আর সেখানে সে কভারেজ নেয়।

আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতে মাধ্যমে। এরপর এর জার্মান অনুবাদ উপস্থাপিত হয়।

এরপর জার্মানীর আমীর সাহেব নিজের পরিচিতিমূলক ভাষণে Neaufarn শহরের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, 'শহরটি মিউনিখ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। ৮০০ খৃষ্টাব্দে এই শহরের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। Neaufarn নামের অর্থ হল সেই এলাকা যেখানে অন্য এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসে বসবাস করে।

১৯৯০ সালে এই শহরে জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিউনিখ শহর এবং এতদঞ্চলের একটি বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। মিউনিখ শহরের পাসিং মহল্লার কারোলা মান নামে এক জার্মান মহিলা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে পত্র লিখেছিলেন। তাঁর সেই পত্র ১৯০৭ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে বদর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল- 'জার্মানী থেকে একটি নিষ্ঠাপূর্ণ পত্র।'

তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে লেখেন- " আমি বেশ কয়েক মাস থেকে আপনাকে চিঠি লিখব বলে আপনার ঠিকানার সন্ধান করছিলাম। অবশেষে আমি সেই ব্যক্তিকে পেয়েছি যে আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছে। আমি আপনাকে চিঠি লিখছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে আপনি খোদার সম্মানীয় রসুল এবং মসীহ মওউদ এর শক্তিসহকারে আবির্ভুত হয়েছেন আর আমি মসীহকে মনেপ্রাণে ভালবাসি। হে প্রিয় মির্যা, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি আপনার নিষ্ঠাবান বন্ধু। ' এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই এলাকায় জামাত আহমদীয়ার 'মসজিদুল মাহদী' তৈরী হয়ে গিয়েছে।

এক হাজার বর্গমিটার এই জায়গাটিতে ইতিপূর্বে একটি ভবন ছিল। ১৯৮৬ সালের ১১ই জুন ২ লক্ষ ৭০ হাজার ইউরো মূল্যে ক্রয় করা হয়। এই স্থানটি জামাতের সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এখানকার প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন আব্দুল বাসিত তারিক সাহেব।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 1 July, 2021 Issue No.26

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জামাত আহমদীয়া যদি নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং ইসলামের হৃত সম্পদকে ফিরিয়ে আনে! এরপর সেই নৈতিকতাই পৃথিবীবসী দেখেছিল আঁ হযরত (সা.)–এর অনুসারীদের মাঝে, যা দেখে মানুষ খোদাকে দেখতে পায়!

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: অনুরূপভাবে 'হামীদ' শব্দের অধীনে মুসলমানদের এমন প্রশংসা হয়েছে যার নজির নেই। মুসলমান শব্দটি একটি নিশ্চয়তা প্রদান করত, যার মধ্যে কোনও সংশয় থাকত না, যার অঙ্গীকার আসমানী তকদীর হিসেবে গণ্য করা হত যা কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। সেই প্রশংসা বাণীর অনুরনন আজও পৃথিবীতে গুঞ্জন করছে। যেমন একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একবার এক ব্যক্তি দ্বারা একটি অপরাধ সংঘটিত হয়, যার শাস্তি ছিল মৃত্যু। যখন সে যুগ খলীফার সামনে উপস্থিত হল, সে শাস্তি ঘোষণার পর নিবেদন করল, আমার কাছে কিছু আমার অনাথ ভাইপোদের গচ্ছিত সম্পদ রয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব আছে। সেগুলি সম্পর্কে আমি ছাড়া কেউ জানে না। কাল আজকেরই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে সময় দিন, সেই কাজটি করে আমি পুনরায় এখানে উপস্থিত হব। খলীফা বললেন, কোন জামিন পেশ কর। সে খলীফার মজলিসে বসে থাকা এক সাহাবী (আবু যার) –এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই ব্যক্তি আমার জামিন। যদিও সেই সাহাবী তাকে আদৌ চিনত না। কিন্তু কেবল মুসলমান হওয়ার কারণে এবং যেহেতু সে তাঁর কাছে একটি বড় দায়িত্বের আশা করেছিল, তাই তিনি নিজের সততা ও সম্মানকে দৃষ্টিপটে রেখে তার জামানত গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেই নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হল, সে আর এসে পৌঁছল না। লোকেরা আবু যার (রা.) কে জিজ্ঞাসা করল, সেই ব্যক্তি কে ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি না সে কে ছিল। একজন মুসলমান মনে করে আমি তার জামানত গ্রহণ করেছিলাম।

সে যখন আমার উপর ভরসা করল, তখন আমিই বা কেন তার উপর ভরসা করতাম না? শেষে যখন সময় শেষ হতে গেল, লোকেরা তখন আবু যার (রা.)–এর জীবন সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে এক ব্যক্তি দূর থেকে প্রবল ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং ক্লান্ত শরীরে লুটিয়ে পড়ল। সে হযর আবু যার (রা.)–এর কাছে এই বলে ক্ষমা চাইল যে, অনেক কাজ থাকার কারণে অতিকষ্টে শেষমুহূর্তে এসে পৌঁছতে পেরেছে আর তাঁর জন্য উদ্বেগের কারণ হয়েছে।..... একদিকে আবু যার (রা.)–এর ত্যাগস্বীকার এবং অপরদিকে সেই ব্যক্তির অঙ্গীকার রক্ষার এমন অসাধারণ দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতিতে পাওয়া যায়? ইংরেজরাও এই ঘটনাটিকে তাদের গল্প–কাহিনী এবং কবিতার মধ্যে স্থান দিয়েছে। আরও একটি উদাহরণ আছে। সিরিয়া বিজয়ের পর একবার খৃষ্টান সেনাদল অস্থায়ীভাবে জয় লাভ করে আর ইসলামী সেনাদলকে কিছুটা এলাকা ছেড়ে দিতে হয়। সেই সময় হযরত উমর (রা.)–এর নির্দেশে মুসলমানেরা উক্ত এলাকা থেকে আদায়কৃত সমস্ত কর এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল যে, আমরা যেহেতু তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারব না, অতএব তোমাদের করের টাকা আমাদের কাছে রাখতে পারব না। এই এলকাটিতেও খৃষ্টানদের বাস ছিল। কিন্তু তাদের স্বধর্মের সেনাদল জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের এই সততা দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাদের নারী ও পুরুষেরা অশ্রু সজল চোখে মুসলমানদেরকে বিদায় জানাতে শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে আর তারা বলছিল,যদি খৃষ্টান সেনাদল আপনাদের স্থানে হত, তবে করের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যা কিছু আমাদের কাছে ছিল সেগুলি লুটেপুটে নিয়ে যেত। আর তারা দোয়া করছিল, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে পুনরায় নিয়ে আসুন। পরিতাপ! এক ছিল সেই যুগ, আর এখন এমন এক যুগ যে মুসলমানদেরকে সব থেকে বেশি অবিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়। উলেমরা তো ভিন ধর্মীদের থেকে সব কিছু লুটকরে নেওয়ার ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। ভিন ধর্মী দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অমুসলিমদের হত্যা করাকে পুণ্যের কাজ বলে তারা দাবি করছে। মোটকথা প্রত্যেক সেই পুণ্যকর্ম যা নিয়ে মুসলমানেরা একসময় গর্ব করত, আজ তা তাদের মধ্যে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন । জামাত আহমদীয়া যদি নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং ইসলামের হৃত সম্পদকে ফিরিয়ে আনে! এরপর সেই নৈতিকতাই পৃথিবীবসী দেখেছিল আঁ হযরত (সা.)–এর অনুসারীদের মাঝে, যা দেখে মানুষ খোদাকে দেখতে পায়। যেন সেই আমানতরক্ষাকারী হয়, যে নিজে এবং স্ত্রী সন্তান সহ অনাহারে মারা যায়, কিন্তু অপরের আমানত আত্মসাৎ করে না। তারা যেন এমন সত্যবাদী হয় যে, প্রাণ, সম্পদ, পদ, সব কিছু হারালেও মুখ দিয়ে একটি মিথ্যা শব্দও বের হয় না। অঙ্গীকার করলে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করে,আর সংকল্প করলে মৃত্যুকে হাতে নিয়ে তা সেই সংকল্প পূর্ণ করে।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮২)

****

রিপোর্টের শেষাংশ...

২০১৩ সালে মিশন হাউসের বিল্ডিংটিকে মসজিদের রূপান্তরিত করার কাজ আরম্ভ হয়, এর পাশাপাশি ভবন সম্প্রসারণের কাজও হয় এবং লাজনাদের জ ন্য একটি পৃথক হলঘর তৈরী করা হয়। আর একটি বড় কেন্দ্রীয় কিচেন রুমও তৈরী করা হয়। মিনারের উচ্চতা হল সাড়ে আট মিটার। মসজিদের দুটি হলঘরে মহিলা ও পুরুষ মোট ২০০ এর বেশি মানুষ নামায পড়তে পারে। এছাড়া এখানে একটি থাকার কোয়ার্টার বেং জামাতের অফিসও রয়েছে।

জার্মানীর আমীর সাহেবের পর শহরের মেয়র মি. ফ্রানয হেইলমিয়ার সাহেব নিজের বক্তব্য রাখেন।

'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি আপনাকে Neaufarn শহরে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আপনাদের মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে, তাই জামাত আহমদীয়ার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ দিন।

বিগত ত্রিশ বছর থেকে এখানে আপনাদের সেন্টার রয়েছে, আর এখানে আপনাদের ভীষণ জনপ্রিয়তা রয়েছে। লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এখানে এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কিভাবে বিরাজ করছে আর এখানে জামাত আহমদীয়াকে অনেক বেশি স্বাগত জানানো হয়? আমি সব সময় এই উত্তর দিয়েছি যে, আমি এই জামাতকে দীর্ঘদিন থেকে চিনি। এটি একটি শান্তিপ্রিয় জামাত। এরা সাফাই অভিযান পরিচালনা করে, আমাদের এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখে, আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে আর তারা এক সম্মানের পরিবেশে থাকে। প্রতিবেশীরাও তাদের নিয়ে সন্তুষ্ট। আজ যে সামান্য প্রতিবাদ হচ্ছে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা সকলে খুশি আর পরস্পরের সহযোগিতা করে থাকি। আপনারা এখানে পার্লামেন্টে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছেন। আপনাদের জামাত অত্যন্ত সুদৃঢ় যারা অপরকে সাহায্য করে, তাই আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন মিনার নির্মাণের সঙ্গে আপনাদের সেন্টারটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা চাই আপনারা এখানে শান্তিতে থাকুন। একজন খৃষ্টান ও ইব্রাহিমী ধর্মের অনুসারী হওয়ার সুবাদে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি, আপনারা এখানে সুখে ও শান্তিতে থাকুন। (ক্রমশ...)

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir